যায়যায়দিন

তারিখ ... SEP. 14.2006 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম ... 7 ...

24

এইচএসসিতে ফেল করা শিক্ষার্থীদে
পেছনে খরচ তিনশ' কোটি টাকা

তিক রহমান পূর্ণিয়া

এইচএসসিতে পৌনে দুই লাখ (১ লাখ ৭৫ হাজার ৪৯৫) ফেল করা শিক্ষার্থীর পেছনে সরকার ও অভিভাবকদের ব্যয় সাড়ে তিনশ' কোটি টাকারও বেশি। এর মধ্যে সরকারের খরচ য়েছে প্রায় দেড়শ' কোটি টাকা আর অভিভাবকদের ব্যয় হয়েছে মপক্ষে দুইশ' কোটি টাকা।

রকারি-বেসরকারি কলেজের অনার্স-মাস্টার্স পর্যায়ের ত্রছাত্রীসহ সব শিক্ষার্থীর পড়াশোনা নিশ্চিত করতে সরকারের ছরে খরচ হচ্ছে প্রায় ৬১২ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি লেজগুলোর জন্য বছরে বরাদ্দ থাকে প্রায় ২১৮ কোটি টাকা আর বাকি বরাদ্দ বেসরকারি কলেজগুলোর জন্য। দেশের অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদরা এ খরচকে অপচয় ব
করছেন। এ বিপুল অর্থের অপচয়ের জন্য দায়ী মূলত
প্রতি শিক্ষকদের অবহেলা, রাজনৈতিক প্রভাব, শিক্ষক স্ব
শিক্ষকের অভাব আর সে সঙ্গে অভিভাবকদের অসচে
চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষায় দেশের ৮৬টি কলে
কোনো শিক্ষার্থীর পাস না করতে পারার পেছনে এস
কোনো না কোনোভাবে দায়ী।

বাংলাদেশ ব্যুরো অফ এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স (ব্যানবেইস) পৃঃ ১৫

এইচএসসিতে ফেল করা

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

থকে প্রাপ্ত সরকারি তথ্য অনুযায়ী, সরকারি কলেজগুলোতে পড়া প্রতিটি শিক্ষার্থীর পছনে রাষ্ট্র বছরে মাথাপিছু খরচ করে ৪ হাজার ৭২২ টাকা। এর মধ্যে রয়েছে ছাত্রদের জন্য সরকারি কলেজ শিক্ষকদের বেতন, নির্মাণ অবকাঠামো ও রক্ষণাবেক্ষণ, চক-ডাস্টারসহ অনুষঙ্গ সংগ্রহ। দেশে সরকারি কলেজে একজন শিক্ষার্থী ১৫ থেকে ২০ টাকা মাসিক বেতনে লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছেন। বেসরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষকদের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ (৯০ ভাগ), উপবৃত্তি, নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং অনুদান বাবদ দেয়া মোট টাকার হিসাব থেকে দেখা যায়, সেখানে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকারের মাথাপিছু খরচ হয় বছরে ৪ হাজার ৯ টাকা।

বোর্ড সূত্র জানায়, এ বছর এইচএসসিতে সাতটি শিক্ষা বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ৫ লাখ ১০ হাজার ৯৪৯ জন, যার মধ্যে ফেল করেছেন ১ লাখ ৭৫ হাজার ৪৯৫ জন। ফেল করাদের শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশি বেসরকারি কলেজের শিক্ষার্থী। এদের সংখ্যা এক লাখের ওপর।

হিসাব করে দেখা যায়, সরকারি ও বেসরকারি কলেজের পরীক্ষার্থীদের পেছনে গড় হিসাবে এক বছরে সরকারের খরচ প্রায় ৭৫ কোটি টাকা। দুই বছরে এ খরচ দেড়শ' কোটি টাকার বেশি।

অন্যদিকে সম্প্রতি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত প্রফেসর আনু মুহাম্মদের এক নিবন্ধ থেকে জানা যায়, দেশে এইচএসসি পর্যায়ের একজন শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার পেছনে অভিভাবকদের গড়ে বার্ষিক খরচ পড়ে প্রায় ছয় হাজার টাকা। সে হিসেবে এবারের এইচএসসিতে ফেল করা পৌনে দুই লাখ পরীক্ষার্থীর পেছনে অভিভাবকদের দুই বছরে খরচ হয়েছে প্রায় ২১০ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে সরকার ও অভিভাবকদের সাড়ে তিনশ' কোটি টাকার বেশি খরচ হয়ে গেছে।

এ সম্পর্কে প্রফেসর আনু মুহাম্মদ বলেন, ছাত্রছাত্রীদের পেছনে টাকা যাচ্ছে ব্যাপকভাবে; কিন্তু খরচটা কাজে লাগছে না। এক কথায় একটি বড় অপচয় হচ্ছে। তিনি বলেন, শিক্ষার সঙ্গে অর্থনীতির এতো বেশি সম্পৃক্ততা হয়ে গেছে যে, শিক্ষার বর্তমান ধারায় এ খরচ দিন দিন বেড়েই চলবে।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. হারুনুর রশিদ অবশ্য এ খরচকে অপচয় বলে মানতে রাজি নন। তিনি যায়যায়দিনকে বলেন, এ টাকা পুরোটাই জলে গেছে বলা যাবে না। কারণ যে ছাত্রছাত্রীরা ফেল করেছে তারা তো একেবারে নিরক্ষর থেকে যায়নি। হয়তো নিয়ম অনুযায়ী পাস করতে পারেনি। ভবিষ্যতে এরাই আবার ভালো ফলাফল করতে পারে। তাই অভিভাবকদেরও হতাশ হওয়ার কিছু নেই।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা যায়, দেশের অধিকাংশ সরকারি কলেজে প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক নেই। সরকারি কলেজে এইচএসসি থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত পড়ানোর জন্য প্রায় সাত লাখ শিক্ষার্থীর জ
আছেন মাত্র সাড়ে ১২ হাজার
শিক্ষকরা জেলা বা উপজেলায়
কলেজগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের প্র
মনোযোগ দেন না বলেও অভিযো
কিছু বেসরকারি কলেজে লেখা
খারাপ হওয়ায় অনেক সময় ছাত্র
দেয়। তারপরও এসব কলে
শিক্ষার্থী ভর্তি হন তাদে
প্রয়োজনীয়সংখ্যক দক্ষ শিক্ষক নে
রাজনৈতিক চাপের কারণে একে
বেসরকারি কলেজ এমপিওভু
এগুলোর শিক্ষাদানের মান যাচাই
ব্যবস্থা এখনো চালু হয়নি।

বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ফেল ক
পাসের শূন্য হার নিয়েও
রাজনীতির কারণে প্রভাবশালী বি
বিনা শাস্তিতে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে
কোনো ক্ষেত্রে এসব কলেজে
শোকজ নোটিশ জারি করা হলে
বিশেষ কোনো উন্নতি হচ্ছে না।

বর্তমান সরকারের সময়ে পরপর
কোনো পরীক্ষার্থীই পাস না কর
কয়েকটি কলেজের এমপিও ব
হলেও ফেলের হার বেশি থাকা ক
বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা এ
হয়নি। যদিও এইচএসসির ফলাফ
পর শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসম
বলেছেন, এবার একটি কার্যকর ব
হবে। তবে কখন নেয়া হবে
পরিষ্কার করেননি।